জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 6th Aug. 1958 { ১২শ সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ ১৮৮০ শকাব্দ

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Servi

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

ভবানীপুর উপনির্ব্বাচন কেন্দ্রে
"সত্যমেব জয়তে"

—০—

ভূতপূর্ব্ব বিচারমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগের ফলে এই অঞ্চলে নূতন করিয়া উপনির্ব্বাচন হইতেছে। শ্রীরায় ইহাতে সকল বামপন্থীদল সমর্থিত স্বতন্ত্রপ্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। এই অঞ্চলের অপর দুইজন প্রার্থী রহিয়াছেন। ইহাদের একজন কংগ্রেসী শ্রীবিজয় ব্যানার্জি এবং অপর একজন স্বতন্ত্র শ্রীরাজেন ভুঁইয়া। নির্ব্বাচনী অধিকর্ত্তা শ্রীসুন্দরম বলেন যে, এই কেন্দ্রে ১১ শত ৭০টি যথার্থ ভোটারের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, সরেজমিনে উহার তদন্তের জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কতকগুলি বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাথমিক তালিকায় যাঁহাদের নাম ছিল এবং চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়িয়াছে তেমন বহুলোক আজিও সেখানে বহাল তবিয়তে আছেন এবং সব সময়েই তথায় বাস করেন। তিনি বলেন যে, সংশোধক অফিসার (ম্যাজিষ্ট্রেট) মাত্র তিন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে অন্যায়ভাবে ঐ নামগুলি বাদ দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসুন্দরম্ বলেন যে, যে তিন ব্যক্তি সংশোধক অফিসারকে এইরূপ অসত্য সংবাদ দিয়াছে তাহাদের শাস্তিদানের বিষয়ে এখনও তিনি সিদ্ধান্ত করেন নাই। 'ব্যাপারটি' 'ভ্রম' নহে 'জালিয়াতি' বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রতি গৃহে যাইয়া যাহাতে ভোটার তালিকার ভ্রম সংশোধন করা হয় সেইজন্য তিনি ভোটার রেজিষ্ট্রেশন অফিসারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তবে অন্য কোন বিষয়ে ঐ অফিসারের কিছু করণীয় থাকিবে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোটার তালিকা প্রণয়নে জালিয়াতি চলিয়াছে বলিয়া রাজ্য বিধানসভায় শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রথমে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানাইয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহাদের কিছু করণীয় নাই। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন এই বিষয়ে ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীসুন্দরম্ আজ দিল্লীর পথে রওনা হইয়া যাইবার প্রাক্কালে বলেন যে, আগামী ২৪শে আগষ্ট নির্ব্বাচনের দিন তাঁহার কলিকাতায় থাকিবার ইচ্ছা আছে।

উপনির্ব্বাচন কেন্দ্রে
শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও অন্যান্য ব্যক্তির ভাষণ

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট বলেন আমি সত্য ও ধর্ম্মের পথে বিশ্বাসী। দুর্নীতির আশ্রয় চাই না। এই কারণেই কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছি। ভবানীপুর ঐতিহ্যপূর্ণ ও বৈপ্লবিক কেন্দ্র। এই কেন্দ্রই দেশের অনেক সুসন্তানের জন্মস্থান, কংগ্রেস এই কেন্দ্রেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আক্রমণ করিয়া মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতেছে। কংগ্রেসের এই অপপ্রচার হিংসায় পরিপূর্ণ। নির্ব্বাচনী কমিশনার ১২০০ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করিবার নির্দ্দেশ দিয়া কংগ্রেসের দুই মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিয়া গিয়াছে। বাংলায় ঘরে ঘরে হাহাকার। চাউল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী সমর্থনে, মিল মালিকদের চক্রান্তে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে। বাংলার যুবক-যুবতীদের আশা-ভরসাহীন, পরিকল্পনাহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বর্ত্তমান কংগ্রেস ক্রোড়পতি ও লক্ষপতিদের কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে সাধারণ মানুষ, মেহনতী মানুষ ও বস্তির মানুষদের স্থান নাই। শ্রীরায় বলেন বাংলাদেশ আবার জাগিয়া উঠুক। বাংলাদেশ আবার ভারতবর্ষের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক। বিহারী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, সকলে হাতে হাত মিলাইয়া আবার যেন বাংলাদেশকে আমরা গড়িয়া তুলি।

শ্রীজ্যোতি বসু বলেন ভবানীপুরের উপনির্ব্বাচন 'নীতির লড়াই'। এইজন্য এই নির্ব্বাচনের বেশি গুরুত্ব আছে। তিনি সাধারণ মানুষ ও দুঃখী মানুষদের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে ভোট দিবার আবেদন জানান। কলিকাতা সহর ভারতবর্ষের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। এই সহরে বামপন্থীদের ১৮টি সদস্য আর কংগ্রেসের মাত্র ৮টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অমান্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ আজ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পায় না। বেকার সমস্যা বর্ত্তমানে এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। শ্রীআগমনী লাহিড়ী (পি এস পি) বলেন কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচ্চরিত্র মানুষ আর কংগ্রেসে থাকিতে পারে না। কংগ্রেস নর-নারী ও শিশু হত্যাকারী। তিনি সিদ্ধার্থ রায়কে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিবার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুকুমার মিত্র। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৫৭ সি বেলতলা রোড। কৈলাস ভবন। গৌরী মিত্রের বাড়ী।

সুপ্রিম কোর্টের নূতন ভবন

—০—

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগামী ৪ঠা আগষ্ট সুপ্রিম কোর্ট ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিবেন। ছুটির পর ঐদিন সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় খুলিবে। রাষ্ট্রপতি ১৯৫৪ সনের ২৯শে অক্টোবর তারিখে উহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত সংসদ ভবনে সুপ্রিম কোর্টের কাজ চলিত। নয়াদিল্লীর হাডিঞ্জ এভিনিউ ও মথুরা রোডের সংযোগস্থলে ৩০ একর পরিমিত ত্রিকোণভূমিতে নূতন সুপ্রিম কোর্ট ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। একমাত্র ভারতীয় কাঁচামালের সাহায্যে নির্ম্মিত এই ত্রিতল ভবনটিতে মোট ৬০ হাজার বর্গ ফুট স্থানে ১৫টি বিচারপতিদের কক্ষ, ৪টি বিচার কক্ষ ও ১টি লাইব্রেরী আছে। ইতিমধ্যেই ভবনটীতে লিফ্‌ট বসান হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহাকে তাপ নিয়ন্ত্রিতও করা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে আইনজীবীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষও নির্ম্মিত হইবে।

—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

পুরুষসিংহ-বিদ্যাসাগর

স্থ—মো—দে

বঙ্গভাষার জনক মহান্ পণ্ডিত ঈশ্বর,
নূতন যুগের স্রষ্টা দ্রষ্টা উজ্জ্বল ভাস্বর।
আর্ত্ত দুঃস্থ কল্যাণ তরে
করিয়াছ সেবা আজীবন ধরে,
'বিধবা বিবাহ' ও 'বহু বিবাহ' করিলে আন্দোলন।
প্যারিস হতেও পায় তব দান বন্ধু মধুসূদন॥

ধর্ম্ম না ছাড়ি স্ব-সমাজে থাকি দেখালে চমৎকার,
হিন্দু-সমাজ কুব্যবস্থার করিলে সংস্কার।
মর্য্যাদাপদ অকাতরে ছাড়ি
ভরা দামোদরে দিয়াছিলে পাড়ি,
সবচেয়ে বড় মাতৃ-আজ্ঞা এই ভেবেছিলে ঠিক,
শাসকের কাছে নত হও নাই ছিলে দেব নির্ভীক॥

বীর বাংলার বীরসিংহের বিদ্যাসাগর তুমি,
তোমার কর্ম্মে গর্ব্বিত জাতি ধন্য বঙ্গভূমি।
সে যুগ আঁধারে তুমি এক আলো
দীপ্ত করিলে নাশি যত কালো,
পুরুষসিংহ আখ্যায় তুমি প্রিয়জন সবাকার,
নয়া সমাজের নবারুণালোকে তোমারে নমস্কার।

ভুয়া প্রতিষ্ঠান

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) তারিখে ১৮৬০ সালের সমিতি রেজিষ্ট্রেশন আইন ২১ ধারা অনুসারে দিল্লীর রেজিষ্ট্রার অব কম্পানীস কর্ত্তৃক 'কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা পর্ষদ' নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা পূর্ব্বে দিল্লীস্থ সীতারামবাজারে অবস্থিত ছিল এবং এখন দিল্লীর উত্তমনগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই পর্ষদ আগ্রা, আলোর (অন্ধ্ররাজ্য) বিহার, কানপুর, ইন্দোর, জয়পুর এবং পশ্চিমবঙ্গে ইহার শাখা স্থাপন করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইতেছে যে, এই পর্ষদ কিংবা ইহার দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। এই পর্ষদকে কেহ যেন সরকারী প্রতিষ্ঠান 'দিল্লীতে মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় পর্ষদ' বলিয়া ভুল না করেন। —প্রেসনোট

খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্বন্ধে বিবৃতি

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ১লা আগষ্ট হইতে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত রেশনের দোকান হইতে রেশন কার্ড প্রতি নির্দ্ধারিত হারে গম ও চাউল সরবরাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ "ক" ও "খ" শ্রেণীর রেশন কার্ডের মালিকগণ ।৶০ সের দরের চাউল ও "গ" শ্রেণীর রেশন কার্ডের মালিকগণ ॥/৫ আনা সের দরের চাউল পাইবেন।

—জেলা প্রচার দপ্তর

দিয়াশলাই-এর খুচরা মূল্য

ভারত সরকার জানিতে পারিয়াছেন কোন কোন অঞ্চলে খুচরা ব্যবসায়ীগণ স্থানীয় কর দিতে হইবে এই অজুহাতে দিয়াশলাই-এর বাক্স আঁটা লেবেলের উপর লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে দিয়াশলাই বিক্রয় করেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে লেবেলে উল্লিখিত দামের সংগে স্থানীয় করের কথাও বিবেচিত হয়। ১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় উৎপাদন নিয়মাবলী অনুসারে দিয়াশলাই বাক্সের উপর উহার খুচরা মূল্য লিখিয়া রাখিতে হয়। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

আটার দাম ধার্য্য

খাদ্য সংক্রান্ত আঞ্চলিক ডিরেক্টার জানাইতেছেন যে, আটার মূল্য সের প্রতি সাড়ে ছয় আনা বা ৪১ নয়া পয়সা ধার্য্য হইয়াছে। কোন ব্যবসায়ী ইহা অপেক্ষা অধিক চাহিলে অবিলম্বে তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

আরবী পারশী এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা

প্রত্যেক বৎসর ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবসে, রাষ্ট্রপতি আরবী, পারশী, এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সম্মানে ভূষিত করিবেন। এজন্য সার্টিফিকেট এবং তৎসহ নগদ অর্থও দেওয়া হইবে। এ বৎসর হইতে এই ব্যবস্থা চালু করা হইবে। উক্ত ভাষা তিনটির পণ্ডিতগণকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইতেছে। যে সকল পণ্ডিতকে সম্মানিত করা হইবে তাঁহাদের প্রত্যেককে হিন্দীতে লিখিত একটি সনদ ও চাদর এবং যাবজ্জীবন বৎসরে ১৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট জনগণকে জানান যাইতেছে যে আমি জঙ্গীপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১।৭।৫৭ তারিখ হইতে ৩০।৬।৫৮ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা (Statutory audit) করিতেছি। উক্ত সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সহিত সংশ্লিষ্ট পাওনাদার এবং/অথবা দেনদারগণকে তাঁহাদের উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত দেনা এবং/অথবা পাওনা টাকার হিসাব যাচাই করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। হিসাবে কোন প্রকার গরমিল দেখা গেলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট নিজ নিজ পাশবহি সহ ১৪।৮।৫৮ তারিখ মধ্যে উপস্থিত হইয়া হিসাব মিলাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। উক্ত তারিখ মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি না উঠিলে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রদত্ত হিসাব সঠিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ইতি—১।৮।৫৮

শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়
সমবায় সমিতি সমূহের ইন্সপেক্টর, জঙ্গীপুর

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই আগষ্ট ১৯৫৮

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৫ মনি ডিঃ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী দেং সাকেতচন্দ্র সেন গুপ্ত দাবি ৪৯ টাকা ৯৪ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৫ শতক জমির মধ্যে দেন্দারের [illegible] অংশ আঃ ১৫৲; ২নং লাট থানা ঐ মৌজে সেকন্দরা ৫-১৯ শতক জমি মধ্যে দেন্দারের [illegible] অংশ নিলাম হইবে আঃ ৩৫৲ থং ৪৯

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১।০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত